জ্ঞানগঞ্জ পুথি ২৯

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ-বিরোধী
কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

প্রতিবেদক: সুমন কল্যাণ মৌলিক, মানিক সমাদ্দার, সুনীল মন্ডল ও নাড়ু নন্দী

দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব: তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি'র যুব-মোর্চার তাণ্ডব: তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট
Durgapure Goru Bybsaider Upor BJP Jubo Morchar tandob: Tothyanusindhan Report

প্রচ্ছদ প্রজ্ঞা চৌধুরী

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮-এর পক্ষে জ্ঞানগঞ্জ ২৯ পুথি, দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি'র যুব-মোর্চার তাণ্ডব: তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট প্রকাশ করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৫০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

গো-এষণা ও হিংস্র হিন্দুত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতি

অত্রি ভট্টাচার্য

আমরা বুঝতে চাইভ কিভাবে প্রকৃত অর্থে মহিষ, গরু, ষাঁড় আর বাছুর ভারতের বোভাইন শিল্প-জটিলতায়, পুনরুৎপাদনশীল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পুঁজি হিসাবে জড়িয়ে পড়েছে দ্রুতলয়ে। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট দুধ উৎপাদনে প্রথম চারটে রাজ্যের নাম। উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রজুড়ে ১১ বছর ধরে অমৃতকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবল ধাক্কায় গো-হত্যা আর গোমাংস বিক্রয়ে আইনি ও অলিখিত সামাজিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

অ-বিজেপি রাজ্য হিসাবে যে কটা রাজ্যে লাইসেন্সওয়ালা গো-হত্যা কোম্পানি রয়েছে, তার মধ্যে কেরালা আর পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষস্থানে। কেরালা শুধু গোমাংসই নয়, সব ধরণের মাংসের সর্বোচ্চ ভোক্তা রাজ্য এবং 'গো-হত্যা'য় প্রথমতম রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ বহুকাল ধরেই, বাংলাদেশে গরু ও অন্যান্য প্রাণী পাচারের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবে হিন্দুত্ববাদী রাজিনীতিতে কুখ্যাত।

তবে, কর্পোরেট মিডিয়ায় এই 'ভুল নির্দেশনা' স্থানীয় ও বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিতে এন্ডেমিক রাজনৈতিক খেলা তৈরি করেছে। পুলিশ সহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি গরু পাচার কাঠামো ইসলামী সন্ত্রাসবাদকে পুঁজি যোগায় - ফলে সীমান্ত পারের পাচার আটকানো জরুরি। এই অভিযোগের আদৌ কোনও সারবত্তা থাকুক ছাই না থাকুক, এই বিতর্ক আদতে পূর্ব ভারতের আন্তর্জাতিক সীমান্তে 'অবৈধ' গরু পাচার অতিরিক্ত সামরিকীকরণের বৈধতা তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাণিজ্য আর পণ্য পরিবহনে ভারতে সবচেয়ে বেশি পাচার হওয়া 'পণ্য - গরু, ষাঁড়, মহিষ এবং বাছুর - যাদের দুধ দেওয়া বা মাঠের কাজের উপযোগিতা শেষে জবাইখানায় পাঠানো হয়। যে গাড়িতে সর্বোচ্চ সাতটি গবাদি পশু বহনের অনুমতি আছে, সেখানে ষাট, আশি বা এমনকি একশো পঞ্চাশটি ঠেসে ভরে তোলা হয়। অধিকাংশটাই সরকারি অনুমতি ছাড়াই পরিবহন করা হয়। এতটাই আঁটসাঁট করে ভরা হয় যে, মাথা বা ল্যাজ কোন প্রাণীর তা বোঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে। অন্ধকার, বাতাসহীন, গরম গাড়িগুলোয় রক্তাক্ত, মৃতপ্রায়, কষ্টার্ত প্রাণীদের বিশাল জটলা তৈরি হয় - এদের পা, শিং ভেঙে দেওয়া হয় যাতে সব থেকে বেশি পশু গাড়িতে ঠেসে তোলা যায়। এই অমূলক অত্যাচারের প্রতিকার ধর্মীয় পরিভাষায় না হয়ে, প্রাণীসুরক্ষার আইনি পরিভাষাতে হওয়াই ভাল।

কিন্তু আঞ্চলিক সম্পর্কের নীতি না মেনে, যদি প্রচার চলতে থাকে, যে ভারতের দুধ উৎপাদন শিল্পের এই প্রজনন-থেকে-জবাইয়ের ধারা জাতীয় সীমানা

পেরিয়ে চলে যাচ্ছে বিদেশি ভুঁইতে অর্থাৎ দুধপ্রেমী 'হিন্দু-প্রধান' ভারত থেকে 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' বাংলাদেশে, তাহলে জনমানসে সাম্প্রদায়িকতা বাড়তে বাধ্য।

অথচ নেপাল হিন্দু-প্রধান রাষ্ট্র এবং সে ভূখণ্ডে গরু জবাই নিষিদ্ধ, সেখানে ভারত প্রতি বছর হাজার হাজার পুরুষ মহিষ বাচ্চা জবাইয়ের জন্য পাঠায়। বিশ্বের বৃহত্তম প্রাণী বলির ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নেপালের গাধিমাই উৎসবে ভারতের পাঠানো হাজার হাজার শিশু মহিষ-ষাঁড় হত্যা করে। ভারতের গোমাংস আর গো-চামড়ার সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অর্থই হল দুধের খাত থেকে আসা লক্ষ লক্ষ গবাদি পশুর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রহার, ভাঙা হাড় আর নিষ্ঠুর জবাইয়ের ধারা অব্যাহত থাকা, অথচ সেই মোটা মুনাফার অর্থ কিন্তু হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার প্রত্যাখান করেনা। উপরন্তু, এই ধরণের দ্রব্য রপ্তানি সংস্থাগুলির থেকে সরকারি দল ইলেক্টোরাল বন্ডে বিপুল চাঁদা নিয়ে থাকে।

ভারতীয় জনতা পার্টি বর্তমানে কেন্দ্রিয় সরকারে তৃতীয় মেয়াদ ভোগ করছে। ২০১৮-য় ভারতকে 'নির্বাচনী স্বৈরতন্ত্র' বলা হয়েছে এবং ২০২৪-এর ভি-ডেমের ডেমোক্রেসি রিপোর্ট অনুযায়ী 'পচাতম স্বৈরতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে অন্যতম' হিসেবে দাগানো হয়েছে। বিজেপির উত্থানে দেশজুড়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের, প্রধানত মুসলমানদের, লিঞ্চিংয়ের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে লিঞ্চিং-উন্মত্ততা কিংবা গণপিটুনি বর্তমানে বিজেপির রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বাড়ানোর হাতিয়ারে পরিণত।

গত এক দশকে মুসলমান ব্যবসায়ীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া লিঞ্চিং-উন্মত্ততা ডানপন্থী মতাদর্শের দৃশ্যমান ফল। লিঞ্চিং বা গণপিটুনি হিন্দুত্ব মতাদর্শের 'শত্রু' মোকাবিলার অন্যতম হাতিয়ার। মুসলমান সমাজে গরু মাংস খাওয়ার অভ্যাসকে বাহানা করে লিঞ্চিং চালানো হয়; শোনা যায় হিন্দুরা নাকি গরুকে পবিত্রতম প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করে। অথচ হিন্দি-হিন্দু-হিন্দিস্তানি বেল্ট জুড়ে একের পর এক সরকারি বা কর্পোরেট ফান্ডিং-এ যে সব গোশালা, গো-অভয়ারণ্য চালানো হচ্ছে, সেগুলোর অব্যবস্থাপনা, বিজেপির মা গরু মৃত্যুর হার, অসুস্থ গরুর হাল দৃশ্যত ভয়াবহ। যে সবে গো-প্রেমী হিন্দুতেবাদী হিন্দি-হিন্দু-হিন্দিস্তানী জনগণের প্রাণ কাঁদে না।

মোদী সরকারের প্রথম মেয়াদের গরু নিয়ে চাপানো হিংসা আকাশ ছুঁয়েছে। ২০১৮-র পর থেকে বুদ্ধিমান সরকার নিজেদের দুষ্কর্মের খাতার পাতা পরিষ্কার রাখতে তথ্য রাখে নি। যদিও ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো (এনসিআরবি) ২০১৭-য় মব লিঞ্চিং আর হেট ক্রাইমের তথ্য সংগ্রহ করেছিল। শোনা যায় এটাও তথ্যের 'অবিশ্বস্ততা'র জন্য বন্ধ করা হয়।

২০১৪-র পরে মুসলমান সমাজের ওপর নামিয়ে আনা লিঞ্চিং-উন্মত্ততার কয়েকটা উল্লেখযোগ্য তুলে দেওয়া গেল

বিফ লিঞ্চিং

বিজেপির নেতারা, গরু জবাইয় নিয়ে মুসলমান সমাজকে টার্গেট করায়, মুসলমান সমাজ ক্রমাগত মব লিঞ্চিংয়ের শিকার হয়েছে। মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীরা একে 'বিফ লিঞ্চিং' বলছেন; লিঞ্চিং নামিয়ে আনা অপরাধীরা কুখ্যাত হয়েছে গো-রক্ষক নামে। লক্ষণীয় বিফ সেবন কিন্তু এই লিঞ্চিং-এর একমাত্র কারণ ছিল না। কিছু ঘটনায় হিন্দুরা, অসম্মানের বাহানায় মুসলিম জনগণকে লিঞ্চিং-এর 'শিকার'বানিয়েছে।

ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় দেশে হিন্দুধর্মও সমসত্ত্ব নয়; অঞ্চলভেদে, জাতিগোষ্ঠীভেদে এবং বর্ণভেদে ভিন্ন ভিন্ন। ভারতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, দক্ষিণে কেরালায় ধর্ম নির্বিশেষে খ্রিস্টান, হিন্দু উভয়েই গরুর মাংস খায়। কেরলে জনসংখ্যার প্রায় ১৪ শতাংশ মুসলমান। 'অস্পৃশ্য' নিম্নবর্ণের কিছু সমাজ গরুর চামড়া ছাড়ানো সহ দেহ পরিষ্কারের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ঐতিহাসিক কাল থেকেই। মুসলমানরা ঐতিহ্যগতভাবে নানান ধরণের মাংস বিক্রি ব্যবসায় যুক্ত। তাদের ওপর গত এক দশক ধরে অবাধে লিঞ্চিং নেমে আসছে। তার কয়েকটা মাত্র তুলে দিতে পারলাম

২০১৫ - স্থানীয় একটি মন্দির থেকে ঘোষণা করা হয় মোহাম্মদ আখলাক এবং তার পুত্র জবাই করা গরু মাংস ফ্রিজে রেখেছে। এর পর উন্মত্ত হিন্দুত্ববাদী জনতা তাদের দুজনকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে; আখলাককে পিটিয়ে মারে; তার পুত্র গুরুতর জখম হয়েও বেঁচে যায়।

২০১৭ - হরিয়ানার ৫৫ বছরের দুধ খামারি পেহলু খান রাজস্থান থেকে গরু কিনে ফিরছিলেন। গুজব ছড়ানো হয় গরুকে জবাইখানায় পাঠানো হচ্ছে। প্রায় ২০০ জনের একটি গো-রক্ষক দল তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এই মবলিঞ্চিংয়ের ভিডিও রেকর্ড পরে ভাইরাল হয়।

২০১৭ - ১৬ বছরের জুনাইদ খান আর তার ভাই ট্রেনে যাচ্ছিলেন। একজন বয়স্ক সহযাত্রী তাকে সিট ছেড়ে দিতে বলেন। জুনাইদ তাই করেছিলেন। কিন্তু ২৫ জনের উন্মত্ত জনতা জুনাইদকে ঘিরে ধরে 'বিফ ইটার' 'পাকিস্তানি' দাগিয়ে ছুরি মেরে হত্যা করে।

২০১৯ - ঝাড়খণ্ডে তাবরেজ আনসারীকে গাছে বেঁধে হিন্দু রাজনৈতিক স্লোগান 'জয় শ্রী রাম' বলিয়ে বাইক চুরির গুজবে পিটিয়ে মারে এক মবজনতা। এই ঘটনারও ভিডিও ভাইরাল হয়।

২০২৩ - নয়া দিল্লির সবজি বিক্রেতা মোহাম্মদ ইশাককে গণেশ

চতুর্থী উৎসবে 'প্রসাদ' চুরির অভিযোগে খুঁটিতে বেঁধে পিটিয়ে মারা হয়। এরও ভিডিও ভাইরাল হয়।

বলা দরকার প্রথমত, লিঞ্চিংয়ের শিকাররা প্রায়শই নিম্নবর্ণ এবং নিম্নবিত্ত পুরুষ মুসলমান। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনাগুলি ধীরে ধীরে গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রবণতা শুরু হয়েছে এবং ঘটনাগুলোকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে স্থানীয় স্তরে রাজনৈতিক কর্মীদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে কখনও না কখনও এই দৃশ্য বাস্তবে তৈরি করতে।

যদিও কিছু রিপোর্টে ২০১৭-র পর মব লিঞ্চিং-এর ঘটনা কমার ইঙ্গিত দেওয়া হলেও আমরা জানি না সত্যিই সেটা ঘটছে কি না। বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপ, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, এবং কম রিপোর্টিং-এ মনে হতেই পারে লিঞ্চিং-এর ঘটনা কমেছে। এর অর্থ নয় যে মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে হিংসা নেই, বরং সেই হিংসা অন্য রূপ, অন্য আকার ধারণ করেছে।

গবেষক নিরঞ্জন সাহু এবং সাংবাদিক নীতিন শেঠি মূলত 'বুলডোজার রাজনীতি'-র উত্থানের ইঙ্গিত করেছেন। শুরু হয়েছে উত্তর প্রদেশে, ছড়িয়েছে মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, অসম এবং উত্তরাখণ্ডে। এখানে, সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, উপাসনাস্থল অবৈধ নির্মাণের অজুহাতে ধ্বংস করা হচ্ছে। তবে, নভেম্বর ২০২৪-এ সুপ্রিম কোর্ট এই সব কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছে।

আগামীর পথ: কিভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের হাতিয়ার হিসেবে লিঞ্চিং মোকাবিলা করা যায়?

যেহেতু লিঞ্চিংকে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার দিয়ে, হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক কর্মীদের এই ধরণের ঘটনা ঘটানোর জন্য পরোক্ষে উৎসাহ দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে - তাই মিডিয়া সাক্ষরতা এবং দায়িত্বশীল অনলাইন আচরণের কাঠামোগত পদ্ধতি, তার পাঠ্যক্রম, এবং একে প্রথাগত শিক্ষায় নিয়ে আসার উদ্যম কেন্দ্রীয় বিষয় হওয়া উচিত। যেহেতু শিক্ষা এখনও ভারতীয় সংবিধানের যৌথ তালিকায় রয়েছে - এখানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই উদ্যম নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। বিজেপি সব রাজ্য সরকারের ক্ষমতায় নেই। অবিজেপি রাজ্যগুলোয় উদ্যোগী হয়ে ডিজিটাল ভূমিখণ্ডে হিংসার বিস্তার কমানো এবং রাজনৈতিক সংগঠনে এর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত করার চেষ্টা শুরু করা যেতে পারে।

দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব : তথ্যানুসন্ধান রিপোর্ট

সুমন কল্যাণ মৌলিক, মানিক সমাদ্দার, সুনীল মণ্ডল ও নাড়ু নন্দী

৩১ জুলাই,২০২৫।

এই দিনটি পশ্চিম বর্ধমান তথা শিল্পনগরী দুর্গাপুরের ইতিহাসে এক কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ঐ দিন বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়ার নিকটস্থ আসুরিয়া হাট থেকে গরু কিনে ফেরার সময় ছ'জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে দুর্গাপুরের গ্যামন ব্রিজের কাছে বিজেপি যুব মোর্চার প্রধান পারিজাত গাঙ্গুলির নেতৃত্বে একদল দুষ্কৃতি, গো-রক্ষার ধুয়ো তুলে যেভাবে মারধর করে, তাদের কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটায় এবং গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগাবার হুমকি দেয় তা শুধু অমানবিক নয়,একই সঙ্গে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মাপকাঠিতে চরম লজ্জা। এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে তখন ছ'জন অভিযুক্ত ধরা পড়লেও ঘটনার মাস্টারমাইন্ড পারিজাত গাঙ্গুলি ফেরার [পুথি ছাপাতে যাওয়ার আগেই খবর পাওয়া গেল পুলিশ সোমবার, ১১ আগস্ট পারিজাত গাঙ্গুলীকে গ্রেপ্তার করেছে]।

গ্রেফতার হওয়ার আগে গোপন ডেরা থেকে সোসাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিওতে তিনি শুধু নিজের কাজের সাফাই দেন নি, একই সঙ্গে পুনরায় এই ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটানোর হুমকি দিয়েছেন। ঘটনা ঘটার পর আমরা চারজনের মানবাধিকার তথা সমাজকর্মীদের দল আক্রান্তদের গ্রাম জেমুয়াতে যাই, আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলি। একই সঙ্গে দুর্গাপুর স্টিল টাউনে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের সঙ্গে আমরা কথা বলি। এমনকি বাঁকুড়া জেলার যে হাট থেকে গরু কেনা বেচা হয়, সেখান থেকেও তথ্য সংগ্রহ করি। আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ স্থানীয়

মিডিয়ার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের প্রতি, তাদের প্রেরিত রিপোর্টগুলো পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করেছে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমরা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করতে চাই যে শিল্প তথা খনি অঞ্চলে এই ধরণের নির্মম ঘটনা কখনো ঘটে নি, এই ধরণের প্রচার সত্য নয়। কিছুদিন আগেই বাঁশকোপাতে (পানাগড় ও দুর্গাপুরের মধ্যিখানে অবস্থিত টোল প্লাজা) একটি গাড়ি থেকে এই তথাকথিত গোরক্ষক বাহিনী হামলা করে ও বেশ কিছু গরু নামিয়ে নেয়। স্থানীয় মানুষ এটাও আমাদের জানিয়েছেন বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় পানাগড়ে বিজেপি নেতা রমন সিং এর নেতৃত্বে একটি পশুবাহী গাড়ি থেকে গোটা কুড়ি গরু নামিয়ে নেওয়া হয়। সে সময় সেই গুণ্ডামির বিরুদ্ধে পানাগড়ে বিক্ষোভ সভাও হয় কিন্তু সেই ঘটনার সুরাহা হয় নি।

গ্রামের নাম জেমুয়া

শতাধিক বছরের পুরানো গ্রাম জেমুয়া।শিল্পনগরী দুর্গাপুর গড়ে ওঠার আগে থেকেই এই গ্রামের অস্তিত্ব। জেমুয়া পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত হলেও এর ভৌগোলিক নৈকট্য দুর্গাপুর শহরের সঙ্গে। দুর্গাপুরের ফুলঝোড় মোড় থেকে, বি সি রায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে ডাইনে রেখে ও পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক বিদ্যালয়কে বাঁ-পাশে রেখে যে সোজা রাস্তাটা এগিয়ে গেছে তা ধরে এগোলেই জেমুয়া গ্রামে পৌঁছানো যাবে। আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের আশে পাশে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রামে আমরা যেমন তপশিলি জাতি, আদিবাসী, ওবিসি ও সংখ্যালঘু সমাজের মানুষদের সহাবস্থান লক্ষ্য করি, জেমুয়া তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে প্রায় ১২০০ মুসলমান পরিবারের বাস, এছাড়া অন্য ধর্মের মানুষের বসতি আছে এবং তারা বহু যুগ ধরে শান্তিতে বাস করছেন। গ্রামের মুসলমান সমাজের মানুষেরা বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত। এর মধ্যে চাষ যেমন আছে, তেমনি গরুর হাট থেকে পাইকারি দামে গরু কেনাবেচার ব্যবসা আছে। এছাড়া ছোটখাটো ব্যবসা, দুর্গাপুরের বিভিন্ন ছোট কারখানায় কাজ করা মানুষজনও আছেন। জেমুয়া পঞ্চায়েত এলাকা যা দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের অধীন।

হাটের নাম আসুরিয়া

সে দিন আক্রান্ত মানুষেরা যে হাট থেকে গরু কিনে ফিরছিলেন তার নাম আসুরিয়া। বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়ার কাছে এই হাট চালু হয় ১৯৪৫ সালে। সরকারিভাবে রেজিস্ট্রিকৃত এই হাটে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া বিক্রি হয়। ক্রেতাকে যথাবিহিত রসিদও দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে একটা কথা আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, চাষ আবাদ ও অন্যান্য কাজের জন্য গরু কেনাবেচা একটা বহু প্রাচীন ব্যবসা। এজন্য

যেমন পশ্চিমবঙ্গ তেমনি গোটা ভারতে অসংখ্য গরুর হাট বসে। যদি শুধু এ অঞ্চলের কথা বলা হয় তবে দেখা যায় পুরুলিয়ার কাশিপুরের পশু হাট সারা দেশে পরিচিত। এছাড়া বীরভূমের রাজনগর, আসানসোলের সন্নিকটে লালগঞ্জ, চাতরা সহ একাধিক হাট রয়েছে। আসুরিয়া হাটের পরিচালকরা আমাদের জানিয়েছেন যে তাদের হাটে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও নদীয়া থেকে ক্রেতা বিক্রেতারা আসেন। জেমুয়া গ্রামের যে দলটি আক্রান্ত হয়েছেন,তারা আমাদের জানিয়েছেন যে তাদের বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে তাদের এই ব্যবসা চলছে।

আক্রান্তদের বয়ান

আমাদের প্রতিনিধি দল আক্রান্ত শেখ সাজমল খান, শেখ জাহিরুলের সঙ্গে কথা বলে। এছাড়া সোসাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া রক্তাক্ত বৃদ্ধ মানুষটি, যার নাম শেখ লখাই, যিনি গুরুতর আহত হয়েছেন, তার খোঁজখবর করে। এই দলে শেখ লখাই সহ আরেকজন আদপে বীরভূমের বাসিন্দা। আমরা এই প্রতিবেদনে আক্রান্তদের সাক্ষ্য পয়েন্ট আকারে উপস্থিত করছি:

***আমরা চোদ্দটা গরু নিয়ে একটা ম্যাটাডোর গাড়িতে আসুরিয়া হাট থেকে ফিরছিলাম। দুর্গাপুর গ্যামন ব্রিজের কাছে (৪১ নম্বর ওয়ার্ড, ডিপিএল কলোনি) একদল মানুষ আমাদের ট্রাক থামায়। মানুষগুলো সংখ্যায় ছিল ৩৫-৪০ জন। প্রথমে গরুগুলোকে তারা খুলে দিতে বলে, আমরা তাদের মারমুখী মূর্তি দেখে ভয়ে গরুগুলোর দড়ি খুলে দিই। এই দলটার নেতা ছিল একজন গোলাপী পাঞ্জাবী গায়ে দেওয়া লোক, মুখে অনবরত গালি,**

বাকিদের সেই নির্দেশ দিচ্ছিল (এই নেতার নাম পারিজাত গাঙ্গুলি, বিজেপি যুব মোর্চার নেতা,এর বিরুদ্ধে আগেও সংখ্যালঘুদের প্রতি অবমাননাকর আচরণ, বিভিন্ন প্রকার মারধরের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে)।

*এরপর শুরু হয় মার। প্রথমে চড়-থাপ্পড়, তারপর ঘন্টা দুই ধরে চলে কিল, ঘুঁষি, পাঁজরে লাথি। দুজনের মুখ মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয়।গায়ে থুতু ছেটানো হয়। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে যে বৃদ্ধ মানুষটিকে দেখা যাচ্ছে, তার দাড়ি ওপরানোর চেষ্টা করা হয়। ওই গুণ্ডা বাহিনীর এক-দু'জন বলে আমাদের গাড়িতে উঠিয়ে গাড়িসুদ্ধ জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

*প্রথম থেকে আমাদের গরু চোর,গরু পাচারকারী হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। এই মার যখন চলছিল তখন তখন আশে পাশের লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল কিন্তু কেউ বাঁচাতে এগিয়ে আসে নি। একটি বাচ্চা মেয়ে জলের বোতল নিয়ে এগিয়ে আসে কিন্তু তাকে হামলাকারীরা তাড়িয়ে দেয়। মারের শেষে তাদের দড়ি বেঁধে গ্যামন ব্রিজ পর্যন্ত হাঁটিয়ে আনা হয়।

*ঘটনাস্থল থেকে দু কিলোমিটারের মধ্যে কোকওভেন থানা কিন্তু সেখান থেকে কোনো সাহায্য মেলে নি। পুলিশ ঘটনার বহু পরে আসে। অথচ পুলিশ আমাদের কাছে এই গরুর ট্রাক নিয়ে আসার সময় টাকা নেয়। বাঁকুড়ার বড়জোড়া থেকে দুর্গাপুরের জেমুয়া গ্রাম পর্যন্ত রাস্তায় যত থানা পড়ে, প্রত্যেকে টাকা নেয়। কোক ওভেন থানা প্রতি ট্রিপে ১২০০ টাকা নেয়। সব মিলিয়ে পুলিশ সেটিংএর জন্য ৬,০০০ টাকা খরচ হয়। এছাড়া দুর্গাপুরের তিনটে ক্লাবকে দুর্গা পুজোর সময় ২,০০০ টাকা করে মোট ৬,০০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। বছরভর বিভিন্ন উৎসবে গাড়ি থামিয়ে চাঁদা নেওয়া তো আছেই। আজ শহরের মাঝে আমাদের এইভাবে মারা হল। এই ঘটনায় আমরা শুনেছি দু'চারজন ধরা পড়েছে, কিন্তু পারিজাত গাঙ্গুলিকে ধরা হচ্ছে না

কেন? কি সেটিং আছে ওর? আমরা শুনেছি পারিজাতের স্টিল টাউনশিপের চন্ডীদাস কলোনির বাড়িতে পুলিশ নিরাপত্তা দিচ্ছে। সবচেয়ে খারাপ লেগেছে যে আমরা রক্তাক্ত অবসন্ন।

***এলাকায় প্রথমে আমাদের নিয়ে ডেপুটেশন দেয় সিপিআই(এম) পার্টি। পরে আমাদের এমএলএ সাহেব (পাণ্ডবেশ্বরের তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) সবাইকে নিয়ে থানায় যান। কিন্তু তারপর ৭২ ঘন্টা পার হওয়া সত্ত্বেও এবং বিধায়কের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয় নি। আমরা আশা করেছিলাম, বিধায়ক আমাদের গ্রামে আসবেন কিন্তু তিনি এখনো আসেন নি।তবে বিভিন্ন লোক, দল আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছে, গ্রামে আসছে, এটা আমাদের ভালো লেগেছে।**

অতিরিক্ত তথ্য

আক্রান্ত মানুষেরা ছাড়াও আমরা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলি। জেমুয়া পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি আমির হুসেনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি। তিনি তীব্র ভাষায় এই ঘটনার নিন্দা করেন এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য সরকারের দায়বদ্ধতার কথা বলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যেদিন আমরা গ্রামে যাই তিনি মিটিং থাকার কারণে বাইরে যান। আমরা কথা বলি সিপিআই(এম) দলের কর্মী শিস মহম্মদের সঙ্গে। তিনি জানান দলের পক্ষ থেকে থানায় বিক্ষোভ ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন এই বিষয়ে সবচেয়ে আশ্চর্যের হল পুলিশ তথা প্রশাসনের নিস্ক্রিয়তা। তিনি অবিলম্বে পারিজাত গাঙ্গুলির গ্রেফতারের দাবি জানান। আমরা গ্রামের বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলি। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গরু ব্যবসায়ী শেখ লুকমাল। তিনি ঐদিনের ঘটনায় না থাকলেও আসুরিয়া হাটে নিয়মিত যান। তিনি আমাদের বাঁশকোপার ঘটনাটি জানান।

আমাদের পর্যবেক্ষণ

প্রথমত, দুর্গাপুরের ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। ঘটনার অবব্যহিত পরে মাস্টারমাইন্ড পারিজাত গাঙ্গুলি সোসাল মিডিয়ায় যে পোস্ট করেন তাতে পরিষ্কার এই ঘটনা পরিকল্পিত। মুসলমানদের জেহাদি, বহিরাগত, গণশত্রু বানাবার সংঘ পরিবারের যে চলমান প্রকল্প, তারই অংশ এই ঘটনা। এক্ষেত্রে লাভ জেহাদ, ধর্মীয় শোভাযাত্রায় হিংসার মত ঘটনা যেমন রয়েছে, তেমনি গরুকে ঘিরে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করাটাও এই পরিকল্পনার অংশ। দীর্ঘ সময় ধরে এরাজ্যে যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় পরিচিতির বিভেদমূলক রাজনীতির চাষ,তার পরিণাম এই ঘটনা। নির্দিষ্ট করে যদি আসানসোল-

রাণীগঞ্জ-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের কথা বলা হয়, তাহলে পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সংখ্যালঘুদের আক্রমণের নিশানা করার ঘটনা এই জেলায় বিগত বছরে একাধিক বার ঘটেছে।পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে যে সমস্ত জায়গায়।

দ্বিতীয়ত, দুর্গাপুরের ঘটনাটির সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতটিও আমাদের আরেকবার মনে করা দরকার। গরুকে ঘিরে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শাসকদলের বৃহত্তর রাজনীতির অংশ। 'আর্মড কনফ্লিক্ট লোকেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ডেটা' শীর্ষক স্ট্যাটিসটিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে ২০১৪ সালের পর থেকে গো-রক্ষার নামে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ঘটনা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রয়টার্সের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯ সালের জুলাই মাস থেকে ২০২৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সারা দেশে গোরক্ষার নামে সংখ্যালঘুদের শারীরিক ভাবে নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে ৬৩ টি। এর মধ্যে ৮০% ঘটেছে ২০১৪ সালের পর। এই ঘটনাগুলোতে ২৪ জনকে পিটিয়ে মারা হয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছেন ১২৪ জন। আবার অবজারভার ফাউন্ডেশনের রিপোর্টে অনুযায়ী ২০১১ সালে দেশে যত গণ পিটুনির ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে ৫% ছিল গো ব্যবসায়ীদের উপর আক্রমণ, ২০১৭ সালে এই শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২০%।

তৃতীয়ত, দুর্গাপুরের ঘটনায় রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা চূড়ান্ত হতাশাজনক। একাধিক থানা সত্বেও ঘটনা আটকানো যায় নি,এমনকি এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করার সময় পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত ধরা পরে নি।এছাড়া আক্রান্তরা অভিযোগ করেছেন যে ' পুলিশ সেটিং ' এর জন্য প্রতি সপ্তাহে তাদের পয়সা দিতে হয়।একটা আইনি ব্যবসার ক্ষেত্রে পরিবহনের সময় সুরক্ষা দেবার দায়িত্ব সরকারের। এক্ষেত্রে পুলিশ দায়িত্ব পালনে চূড়ান্ত ব্যর্থ।

চতুর্থত, আমাদের মনে হয়েছে গরু বা এই ধরণের গবাদি পশুর কেনাবেচা করা যে দেশের আইন অনুযায়ী একটি ব্যবসা - এই সম্পর্কে ধারণার অভাব। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে এই গোরক্ষক নামক মুখোশধারীরা গরু ব্যবসায়ীদের গরু পাচারকারী বলে সাব্যস্ত করেছে। দুর্গাপুরের ঘটনায় প্রথম থেকেই চোর চোর ধ্বনি তুলে পরিকল্পিত ভাবে এই গণ পিটুনিকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে। এই বিষয়টাতে জন সচেতনতা তৈরি করতে সব পক্ষকে উদ্যোগী হতে হবে।

পঞ্চমত, এই কয়েকদিনে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। মেরুকরণ ও ঘৃণার আবহাওয়া আজ এতটাই বিস্তৃত যে এই অমানবিক ঘটনাকে অনেকে নানান কুযুক্তির মোড়কে সমর্থন করছেন। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা বিভিন্ন সোসাল মিডিয়া পোস্টগুলো বিশ্লেষণ করে একটা প্যাটার্ন লক্ষ্য করেছি, ঘটনার পর এর সপক্ষে ন্যায্যতা তৈরির চেষ্টা সেখানে স্পষ্ট। আজ যদি দুর্গাপুরের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে চাই তাহলে রাজ্যের গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলোকে পরিস্থিতি বদলের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

সংখ্যালঘু গরু ব্যবসায়ীদের ওপর হিন্দুত্ববাদী গো-রক্ষকদের হিংসা

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ভায়োলেন্ট কাউ প্রোটেকশন ইন ইন্ডিয়া, ভিজিলেন্ট গ্রুপ্স এটাক মাইনরিটিজ থেকে সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ

১৮ মার্চ, ২০১৬, ঝাড়খণ্ডের এক পশু মেলায় ষাঁড় বিক্রি করতে যাওয়া দুই মুসলিম গরুপালককে একদল লোক পিটিয়ে হত্যা করে। হামলাকারীরা স্থানীয় 'গো-রক্ষা' দলের সদস্য। তারা মোহাম্মদ মজলুম আনসারি (১৫) এবং ইমতিয়াজ খানকে (১২) জবাইয়ের জন্য গরু বিক্রির অভিযোগে হত্যা করে মরদেহ গাছে ঝুলিয়ে দেয়। ইমতিয়াজের বাবা আজাদ খান বলেন, হামলার সময় তিনি অসহায়ভাবে ছেলের মারখাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, 'ইমতিয়াজ আর মজলুমকে মারধর করতে দেখে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। আমাকেও ওরা মেরে ফেলত। ছেলে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল, কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম। বাঁচাতে পারি নি।'

২০১৪-র মে মাসে ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রিয় সরকারে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নেতা-কর্মীদের নিরন্তর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষী বক্তব্যে গরুর গোস্ত খাওয়া, গরু ব্যবসায় জড়িয়ে থাকা মানুষদের বিরুদ্ধে ব্যাপক হিংসক নজরদারি শুরু হয়েছে। ২০১৫-র মে থেকে ২০১৮-র ডিসেম্বরের মধ্যে, ভারতের ১২টি রাজ্যে কমপক্ষে ৪৪ জন মারাগিয়েছেন - তাদের মধ্যে ৩৬ জনই মুসলিম। একই সময়ে, ২০ রাজ্যে ১০০টিরও বেশি ঘটনায় প্রায় ২৮০ জন আহত হয়েছেন। তথাকথিত গো-রক্ষা গোষ্ঠী এই হামলার জনক। তারা নিজেদের জঙ্গি হিন্দু গোষ্ঠী হিসেবে দাবি করে। অধিকাংশ ব্যক্তি, সংগঠন সঙ্ঘের রাজনৈতিক ছাতা বিজেপির সাথে লতায় পাতায় জড়িয়ে। দেশজুড়ে গো-রক্ষা দলের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের শিকার মুসলিম অথবা দলিত আর আদিবাসী সমাজ। ভুক্তভোগী আক্রান্তদের একাংশ আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মীদের সাহায্যে আদালতে পৌঁছলেও, বহু পরিবার শাস্তির ভয়ে অভিযোগ করেন না।

প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই, পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত হয় বন্ধ করেছে, না হয় তদন্ত প্রক্রিয়া উপেক্ষা করেছে, এমনকি হত্যাকাণ্ড এবং অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত এবং তাদের গ্রেপ্তারের বদলে পুলিশ ভুক্তভোগী, তাদের পরিবার এবং সাক্ষীদের বিরুদ্ধে গরু জবাই নিষিদ্ধ আইনে অভিযোগ দায়ের করেছে। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, নির্বাচিত বিজেপি কর্মকর্তা সহ হিন্দু

জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর রাজনৈতিক নেতারা হামলাকারীদের পক্ষে কথা বলেছেন।

রাজনৈতিক সুবিধাবাদের এক ভয়াবহ উদাহরণ হিসেবে, ২০১৮-র ডিসেম্বরে উত্তর প্রদেশ রাজ্যে জনতার হিংসায় এক পুলিশ অফিসার সহ দু'জন নিহত হওয়ার পর, মুখ্যমন্ত্রী একে 'দুর্ঘটনা' বলেন, পরে বলেন 'শুধুমাত্র গরু জবাই নয়, পুরো রাজ্যে অবৈধ জবাই নিষিদ্ধ।'

২০১৮-র জুলাইতে সুপ্রিম কোর্ট গণপিটুনি বা 'লিঞ্চিং' মোকাবেলায় প্রতিরোধ, প্রতিকার ব্যবস্থা এবং শাস্তির জন্য একাধিক নির্দেশ জারি করে। সুপ্রিম

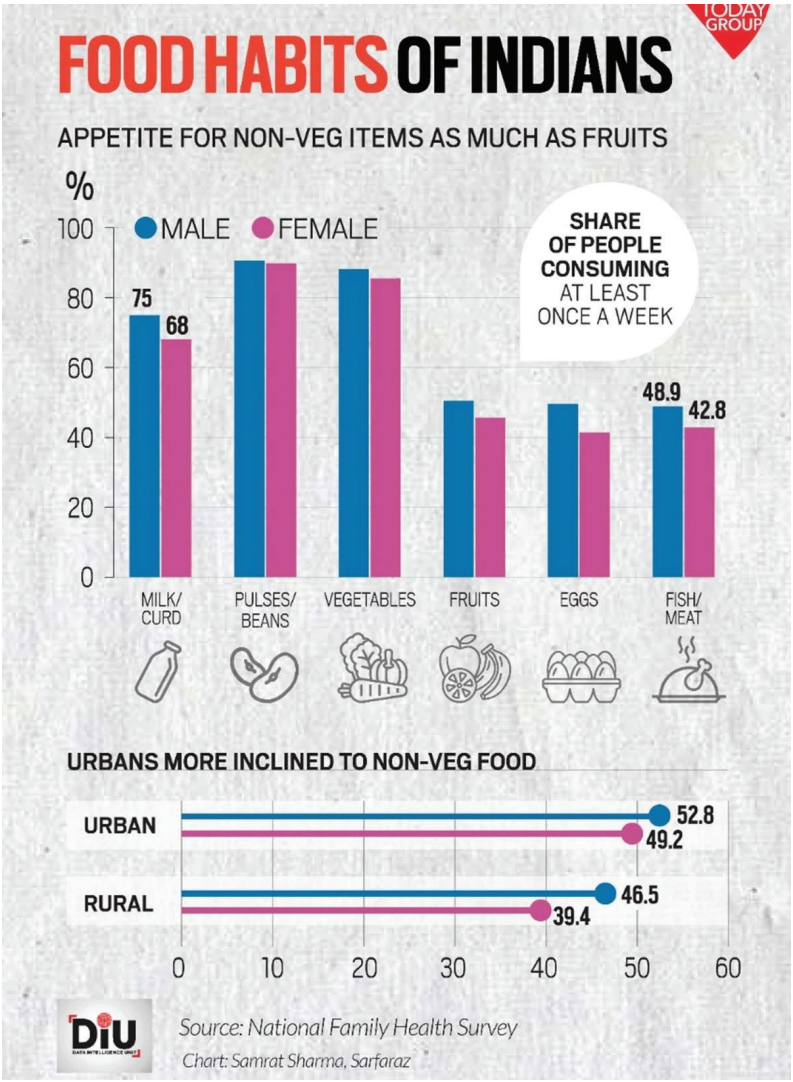

কোর্ট তথাকথিত গো-রক্ষকদের সহিংস আক্রমণের নিন্দা করে বলেছে, 'তারা মনে রাখুক প্রত্যেকে আইন-বদ্ধ; কেউই ধারণা, আবেগ, অনুভূতি, বিশ্বাস চালিত হতে পারে না।'

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তাদের রিপোর্টে জাতীয় আর রাজ্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে; রাজনৈতিক সংযোগ নির্বিশেষে অপরাধীদের সনাক্ত, বিচারের জন্য যথাযথ তদন্ত নিশ্চিত করতে; মুসলিম, দলিত এবং অন্য সংখ্যালঘু সমাজের ওপর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ বন্ধ করার প্রচার করতে; পশুপালন-সম্পর্কিত জীবিকা, বিশেষ করে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব ফেলছে এমন নীতি বাতিল করতে; এবং জাতি বা ধর্মীয় পক্ষপাত চাপানোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপে ব্যর্থ পুলিশ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে জবাবদিহি করতে।

গো-রক্ষার রাজনীতি

হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে গরু হত্যা নিষিদ্ধ। তবে, গত কয়েক দশকে, হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের অভিযোগ শাসকেরা এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে এবং গরু পাচার বন্ধে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিচ্ছে না। যেহেতু ধর্মীয়, জাতিগত সংখ্যালঘুরা মূলত গরুর মাংস খায় (যদিও ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকার ২০২১-এর ১৮ নভেম্বরের প্রতিবেদনের শীর্ষক হল INDIA'S MEAT MAP: 7 OUT OF 10 PEOPLE RELISH NON-VEGETARIAN ITEMS, EAST & SOUTH LEAD THE WAY), তাই বিজেপি নেতারা হিন্দু ভোটারদের প্রভাবিত করতে গরু রক্ষার প্রয়োজনীয়তার বক্তব্য সাম্প্রদায়িক হিংসা বাড়িয়েছে এবং কখনও কখনও উস্কেও দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪-র নির্বাচনী প্রচারে বারবার গো-রক্ষা আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছেন। 'গোলাপী বিপ্লব'-এর আশঙ্কা জাগিয়ে দাবি করেন মাংস রপ্তানির গরু এবং অন্য গবাদি পশু বিপন্ন করছে। মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, ২০১৮-র আগস্ট পর্যন্ত গো-রক্ষক গোষ্ঠীর হিংসক আক্রমণের নিন্দা না করে দায় সারা গোছের বলেছিলেন, 'আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে গণপিটুনি অপরাধ, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন।' ২০১৯-এর জানুয়ারিতে বলেছিলেন যে এই আক্রমণ, 'সভ্য সমাজে ভালো প্রভাব ফেলে না।' তবে, মুসলিম নিরাপত্তাহীনতার ক্রমবর্ধমান দাবি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করেন।

এনডিটিভির সমীক্ষায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগের পাঁচ বছরের তুলনায় ২০১৪-২০১৮ সময়ে নির্বাচিত নেতাদের বক্তব্যে বিভেদ ভাষার ব্যবহার বেড়েছে ৫০০ শতাংশ - এর মধ্যে ৯০ শতাংশই বিজেপির। এই বক্তৃতাগুলির বেশ কয়েকটায় গো-রক্ষা ইস্যু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গরু ব্যবসায়ী এবং পরিবহন কর্মীদের মারধরের ফলে গুরুতর আহত, এমনকি প্রাণহানিও ঘটেছে - মধ্যপ্রদেশে ট্রেন, রেলস্টেশনে গো-রক্ষকরা মুসলিম পুরুষ-মহিলাদের উপর হামলা চালিয়েছে, গুজরাটে দলিত পুরুষদের পোশাক খুলে মারধর করেছে, হরিয়ানায় দুই পুরুষকে জোর করে গো-মূত্র খাওয়ানো হয়েছে, জয়পুরে একটি মুসলমান হোটেল আক্রমণ করেছে, বাড়িতে গরুর মাংস খাওয়ার অভিযোগে দুই মহিলাকে ধর্ষণ করেছে, হরিয়ানায় দুই পুরুষকে হত্যা করেছে।

২০১৫-র সেপ্টেম্বরে, উত্তর প্রদেশে একদল জনতা গণপিটুনি দিয়ে মোহাম্মদ আখলাককে (৫০) হত্যা করে, তার ২২ বছরের ছেলে গুরুতর আহত হয়। জনতার অভিযোগ তারা জবাই করে ফ্রিজে রেখেছে। যেহেতু উত্তর প্রদেশে তখনও বিজেপি শাসিত ছিল না, জনরোষের পর পুলিশ স্থানীয় বিজেপি নেতার ছেলে এবং আত্মীয়দের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রতিক্রিয়ায় একটি মব পুলিশ ভ্যান এবং অন্য যানবাহনে ভাঙচুর চালায়। বিজেপির প্রবীণ নেতারা পিটুনি সমর্থন করলে আখলাকের পরিবারকে ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। তিন বছরেরও পরেও বিচার শুরু হয়নি। সমস্ত অভিযুক্ত জামিনে মুক্ত। ভুক্তভোগীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে।

হেট ক্রাইম ওয়াচ, জানুয়ারী ২০০৯ থেকে অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের লক্ষ্য করে ২৫৪ অপরাধের ঘটনায় কমপক্ষে ৯১ নিহত এবং ৫৭৯ আহত হওয়ার তথ্য নথিভুক্ত করেছে। ২০১৪-র মে-তে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ৬৬ শতাংশ ঘটনা ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। ৬২ শতাংশ ঘটনায় মুসলিমরা এবং ১৪ শতাংশ ঘটনায় খ্রিস্টানরা আক্রান্ত হয়। ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, আন্তঃধর্মীয় দম্পতিদের উপর আক্রমণ এবং গরু রক্ষা ও ধর্মান্তর সংক্রান্ত হিংসা। কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভের সিনিয়র উপদেষ্টা মাজা দারুওয়ালা বলেন, 'সংঘটিত অপরাধের জন্য স্পষ্টতই দায়মুক্তি এবং কিছু নেতার লজ্জাজনক প্রশংসা গো-রক্ষকদের শক্তিশালী করেছে।'

গো-রক্ষা সম্পর্কে নেতাদের মন্তব্য

আমাদের আইন হাতে তুলে নেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তার [পেহলু খান] মৃত্যুর জন্য অনুশোচনা নেই গরু পাচারকারীরাই গো-হত্যাকারী; তাদের মতো পাপীরা আগেও এই পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

- জ্ঞানদেব আহুজা, বিজেপি আইন প্রণেতা, রাজস্থান রাজ্য, এপ্রিল ২০১৭

ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষার একটাই উপায় গো, গঙ্গা এবং গায়ত্রী রক্ষা... যারা এই ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারবে, তারাই টিকবে। না হলে পরিচয়ের বিরাট সংকট দেখা দেবে, এবং পরিচয়ের এই সংকট আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে।

-আদিত্যনাথ, মুখ্যমন্ত্রী, উত্তর প্রদেশ, নভেম্বর ২০১৭

যতক্ষণ না গরুকে 'রাষ্ট্রমাতা' মর্যাদা দেওয়া হয়, ততক্ষণ গো রক্ষার জন্য যুদ্ধ থামবে না, এমনকি যদি গো রক্ষকদের জেলে পোরা হয় বা তাদের উপর গুলি চালানো হয়, তাতেও সমাধান হবে না।

-টি রাজা সিং লোধ, বিজেপি জনপ্রতিনিধি, তেলেঙ্গানা, জুলাই ২০১৮

যারা গরুর মাংস না খেয়ে মারা যাচ্ছে, তারা পাকিস্তান বা আরব দেশ বা বিশ্বের যে কোনও জায়গায় যেতে পারে যেখানে এই মাংস অবাধে পাওয়া যায়।

-মুখতার আব্বাস নকভি, বিজেপির সংসদীয় বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী, মে ২০১৫

কেউ যদি আমাদের মাকে হত্যা করার চেষ্টা করে তবে আমরা চুপ করে থাকব না। আমরা হত্যা করতে এবং নিহত হতে প্রস্তুত।

- মোহাম্মদ আখলাকের হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিজেপির সাংসদ সাক্ষী মহারাজ, অক্টোবর ২০১৫

মুসলমানরা এই দেশে বসবাস করুক, কিন্তু গরুর মাংস খাওয়া ছাড়তে হবে। গরু এখানে বিশ্বাসের অঙ্গ।

-মনোহর লাল খট্টর, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী, হরিয়ানা রাজ্য, অক্টোবর ২০১৫

গরু হত্যাকারীকে ফাঁসি দেব।

-রমন সিং, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী, ছত্তিশগড় রাজ্য, এপ্রিল ২০১৭

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যারা গরুকে মা বলে মনে করে না তাদের হাত-পা ভেঙে হত্যা করব।

-বিক্রম সাইনি, জনপ্রতিনিধি, উত্তর প্রদেশ, মার্চ ২০১৭

জবাবদিহিতা অস্বীকার

২০১৪ থেকে, বেশ কয়েকটা বিজেপি শাসিত রাজ্য গো-হত্যা নিষিদ্ধ করতে আইন

প্রণয়ন করেছে। বিপক্ষের অভিযোগ, বিজেপির গো-সুরক্ষা নীতি হিন্দু জাতীয়তাবাদের হিংসক হাতিয়ার। নতুন আইনে গো-হত্যা জামিন অযোগ্য অপরাধ এবং অভিযুক্তকে প্রমান করতে হবে সে গো-হত্যায় জড়িয়ে নেই। দিল্লির ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর কনস্টিটিউশনাল ল, পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্সের নির্বাহী পরিচালক মৃণাল সতীশের বক্তব্য, 'গো-সুরক্ষা আইন মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব করেছে এবং গরু পরিবহন শ্রমিক, কসাই, চামড়া শ্রমিকদের মতো পেশাকে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে ফেলার প্রক্রিয়া তৈরি করে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় শাস্তি নিশ্চিত হয়।'

কিছু রাজ্য গো-হত্যায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিশ্চিত করেছে। ২০১৭-এ গুজরাট গো-রক্ষা আইন সংশোধন করে শাস্তি বাড়ানোর সংশোধন বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদীপসিংহ জাদেজা বলেন, 'আমরা গরু বা গো-সন্তান হত্যাকে মানুষ হত্যার সাথে সমান করেছি।'

বিজেপি সরকারগুলোর তৈরি গো-রক্ষা আইন আর নীতিমালার সুবাদে গো-রক্ষী গোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গো-রক্ষা কমিটির সদস্যদের পুলিশের পাশাপাশি রাতে রাস্তায় এবং রাজপথে টহল দিয়ে, যানবাহন থামানো, গরু পরীক্ষা, চালকদের ভয় দেখানো আর গরু দেখলে হিংসা নামিয়ে আনে। সিটিজেনস এগেইনস্ট হেট-এর আহ্বায়ক সাজ্জাদ হাসান বলেন, 'পুলিশ গো-রক্ষা আইন লঙ্ঘনকারীদের সনাক্ত এবং আটক করার কাজ আউটসোর্স করেছে।'

২০১৬-তে, হরিয়ানা সরকার নাগরিকদের গো-হত্যা আর গরু চোরাচালানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ২৪ ঘন্টা হেল্পলাইন খুলে অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য পুলিশ টাস্ক ফোর্স নিয়োগ করে। ২০১৭-র মার্চে, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু ধর্মগুরু আদিত্যনাথ, অসংখ্য কসাইখানা এবং মাংসের দোকান বন্ধের নির্দেশ দেন, যার বেশিরভাগের মালিক মুসলিম উদ্যোগী।

রাজস্থানে, বিজেপি সরকার গরু পাচার রোধে ছ'টা গো-রক্ষা পুলিশ পোস্ট তৈরি করেছে। এই পোস্টগুলি গো-রক্ষা গোষ্ঠীগুলোর সাহায্যে হরিয়ানার মুসলিম

রাজস্থানে, বিজেপি সরকারের তৈরি গো-রক্ষা পুলিশ পোস্ট

গরু ব্যবসায়ী, দুধ খামারি এবং রাখালদের টার্গেট করেছে - এমন কি তাদের কাছে গরু কেনার সরকারী ক্রয় রসিদ থাকলেও ছাড় পায় না। ২০১৭-র এপ্রিলে, রাজস্থানে গো-রক্ষা বাহিনী দুধ খামারি পেহলু খান (৫৫), আরও চারজনকে লাঠি, বেল্ট দিয়ে নির্মমভাবে আক্রমণ করে এবং গরু কেনার রশিদ ছিঁড়ে ফেলে। আহত পেহলু খান দু'দিন পর মারা যান। রাজস্থানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গো-রক্ষকদের পক্ষ নিয়ে বলেন: 'মানুষ জানে গরু পাচার অবৈধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সেটা করে। গো-ভক্তরা তাদের থামায়। এতে কোনও ভুল নেই। তবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া অপরাধ।'

রাজস্থানের প্রাক্তন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রিচপাল সিং বলেন, গো-রক্ষকদের হিংসা বেড়েছে রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে, 'পুলিশ গো-রক্ষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা রাজনৈতিক চাপে তদন্তে ঢিলে দেয়। এই গো-রক্ষকরা রাজনৈতিক আশ্রয় এবং সাহায্য পায়।'

তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়ায় পুলিশি ব্যর্থতা

গো-রক্ষকদের হিংসার তদন্ত এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু না করে, অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মামলায় পুলিশ গো-হত্যা আইনের অধীনে ভুক্তভোগীদের পরিবারের সদস্য এবং সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। সাক্ষী এবং পরিবারের সদস্যদের ওপর নামিয়ে আনা হুমকি আর হিংসা তাদের ন্যায়বিচার পেতে ভয় দেখিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এবং অভিযুক্ত উভয়ের ভয় দেখানোর কারণে সাক্ষীরা বিরোধিতা করেছেন।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের প্রতিবেদনের আটটা ক্ষেত্রে পুলিশ ঠিকমত কাজ করে নি: দুটোয় তদন্ত শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় এফআইআর দাখিল করতে দেরি করেছে; অন্য দুটোয়, তারা পদ্ধতি অনুসরণ করে নি, এমনকি একটায় তথ্য জাল করেছে; চারটেয় পুলিশ গো-রক্ষকদের হিংসার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল এবং অপরাধ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। মানবাধিকার কর্মী এবং আইনজীবীরা মিডিয়ায় সমালোচনা, প্রতিবাদ বা আদালতে গেলে পুলিশ কিছুটা সক্রিয় হয়।

ঝাড়খণ্ডে ইমতিয়াজ খান এবং মজলুম আনসারির হত্যাকাণ্ডে, পুলিশ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। তারা সকলেই হত্যার কথা স্বীকার করেছে এবং বলেছে যে তারা একটি গো-রক্ষক দলের সদস্য। এরা মুসলিম গরু ব্যবসায়ীদের হুমকি দিচ্ছিল। পুলিশ ২০১৬-র মে মাসে আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে, কিন্তু গো-রক্ষক দলের মাথার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি, মামলার একজন সাক্ষীর দায়ের করা এফআইআরে একজন অভিযুক্তের নাম ছিল। অভিযুক্তদের বিবৃতি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে রেকর্ড করা হয়নি। মাথায় রাখতে হবে পুলিশ অফিসারের কাছে দেওয়া

স্বীকারোক্তি প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। ভুক্তভোগীদের পরিবার হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বলেছে যে ২০১৬-র জুনে আটজন অভিযুক্তকে জামিনে মুক্তি দেওয়ায় তারা রোজ হিংসার আশংকা করছিল। ২০১৮-এর ডিসেম্বরে, ঝাড়খণ্ডের আদালত আটজন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়।

কিছু ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত অপরাধীরা প্রকাশ্য রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। বিজেপির মন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা ২০১৭-এর জুনে ঝাড়খণ্ডে আলিমুদ্দিন আনসারির হত্যার দায়ে দোষীদের জামিনে মুক্তিকে স্বাগত জানান। মুক্তিপ্রাপ্ত আসামিরা সিনহাকে আইনি সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে গিয়েছিলেন। তিনি তাদের মালা পরিয়ে ছবি তোলেন। মানবাধিকার কর্মী হর্ষ মান্দের লিখেছেন, 'নিরাপত্তার রাজনৈতিক বার্তাই দেশের প্রতিটি কোণে লিঞ্চ-উন্মত্ত জনতাকে অসহায় শিকারদের উপর এমন নিষ্ঠুরতায়, ঘৃণায় আক্রমণ করতে উৎসাহিত করে। এই মবে তরুণ এমনকি শিশুরাও সামিল হচ্ছে।'

২০১৮-এর ডিসেম্বরে, উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে মবজনতা গরু জবাই-এর অভিযোগে পুলিশ স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেয়, কয়েকটি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়। পুলিশ অফিসার সুবোধ কুমার সিংহ সহ দু'জনকে হত্যা করে। কর্তৃপক্ষ তিন পুলিশ কর্মকর্তা বদলি করে এবং ৩০ জনেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করে। বেশ কিছু দিন পর কর্তৃপক্ষ দুই প্রধান অভিযুক্ত - তার মধ্যে একজন বজরং দলের স্থানীয় নেতা এবং অন্যজন বিজেপি যুব শাখার নেতাকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে, পুলিশ গরু জবাইয়ের অভিযোগে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে জাতীয় নিরাপত্তা আইন-এ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। বিপুল হিংসা আর হত্যাযজ্ঞের পরেই, এক ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তা বলেন তদন্তকারীরা গরু জবাইয়ের সাথে জড়িতদের বিচার করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 'গো-হত্যাকারীদের বিচার আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। হত্যা ও দাঙ্গার মামলা কিছু দিন স্থগিত থাকবে।'

২০১৮-এর জুলাইতে রাজস্থানের আলওয়ারে নিহত আকবর খান মামলায় স্থানীয় বিজেপি জনপ্রতিনিধি জ্ঞানদেব আহুজা অভিযুক্তের মুক্তি এবং আকবরের সহযোগীকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। গণমাধ্যমে সমালোচনায় এক পুলিশ কর্তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং আরও চারজনকে বদলি করা হয়েছে। তারা গুরুতর আহত আকবর খানকে হাসপাতালে আনতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করেছিলেন। হাসপাতালে পৌঁছানোর ২০ মিনিটের পথ তারা তিন ঘন্টা লাগিয়েছিল। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

২০১৮-এর জুনে উত্তর প্রদেশের হাপুর জেলায় সামায়দীন এবং মোহাম্মদ কাসিমের উপর জনতার হামলার ঘটনায় পুলিশ অপরাধ ধামাচাপা দেয়। কাসিম নিহত হন এবং সামায়দীন গুরুতর আহত হন এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পুলিশ মোটরবাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর মিথ্যা প্রতিবেদন দায়ের করেছে বলে অভিযোগ। সামায়দীনের ভাই ইয়াসিন হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানিয়েছেন পুলিশের হুমকিতে মিথ্যে মোটরবাইক দুর্ঘটনার এফআইআরে স্বাক্ষর করেছেন, 'পুলিশ আমাদের জানায়নি যে তারা কাসিম এবং সামায়দীনকে কোন হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এরপর পুলিশ আমাদের হুমকি দেয় - 'যদি না তোমরা এই এফআইআরে স্বাক্ষর করো, তাহলে সামাইদীনের হালহকিকত জানাব না।' তারা গো-রক্ষা আইনে গ্রেপ্তারের হুমকিও দেয়, বলে পুরো পরিবারকে জেলে পুরে দেবে। পুলিশ বলেছে, 'তোমরা কি জানো না এখানে কার সরকার? তোমাদের কী হতে পারে? তোমাদের কিছু না বলাই মঙ্গল।'

২০১৬-র মার্চে হরিয়ানার কুরুক্ষেক্ষে নিহত মুস্তাইন আব্বাসের মামলায়, হাইকোর্ট তার বাবার হেবিয়াস কর্পাস আবেদনক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে পুলিশ গো-রক্ষকদের 'সন্ত্রাস ছড়ানোর' অনুমতি দিয়েছে, ফলে তারা শাস্তি পাবে না। চারজনের বিরুদ্ধে পুলিশ হত্যার মামলা দায়ের করার এক মাস পর, আদালত আবারও জানায় যে স্থানীয় প্রশাসন গো-রক্ষক গোষ্ঠীগুর পাশে দাঁড়িয়েছে এবং 'পুলিশকর্তাদের বাঁচাতে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে এই কুৎসিত ঘটনার তদন্তের সম্ভাবনা কম।' আদালত মামলাটি কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) তদন্তের নির্দেশ হয়। সিবিআই ২০১৬-র মে-তে নতুন এফআইআর দায়ের করে। তবে, এই লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত, তদন্ত এখনও বিচারাধীন ছিল এবং এখনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

গো-রক্ষায় নজরদারি এবং জীবিকা

গো-রক্ষকদের নিয়মিত আক্রমণ এবং গরু জবাই এবং গরু পরিবহনের বিরুদ্ধে কঠোর আইন ভারতের গবাদি পশু ব্যবসা এবং গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতি, সেইসাথে কৃষি ও দুগ্ধ খাতের সাথে যুক্ত চামড়া ও মাংস রপ্তানি শিল্প ব্যাহত করেছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গরুর মাংস রপ্তানিকারক দেশ, বছরে প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মহিষের মাংস রপ্তানি করে। তবে, ২০১৪-য় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, রপ্তানি কমেছে। চামড়া শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সরকারি অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে 'বড় গবাদি পশু থাকা সত্ত্বেও, জবাইয়ের জন্য গবাদি পশু কমে যাচ্ছে তাই ভারতের গবাদি পশুর চামড়া রপ্তানি কমে যাচ্ছে।' জৈনদের পরিচালনায় মাংস কোম্পানি ইলেক্ট্রোরাল বন্ডে আড়াই কোটি টাকা দিয়েছে যদিও বিরোধীদের দাবি এই পরিমান কখনও ২৫০ কোটি, কখনও ৫০০ কোটি।

সরকারের গবাদি পশু কেনা-বেচা কমানোর আইন এবং নীতি প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। তবে নিশ্চিত করতে হবে যে এই ধরণের আইন বা নীতি যেন সমস্ত ভারতীয়

নাগরিকের জীবিকার অধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

গবাদি পশু সম্পর্কিত শিল্পগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন আইন, নীতি এবং বেআইনি আক্রমণের ফলে মুসলিম এবং দলিতরা প্রভাবিত হয়েছে। কসাইখানা এবং মাংসের দোকানগুলি বেশিরভাগই মুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত হয়। দলিতরা ঐতিহ্যগতভাবে মৃত গরুর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য নিয়ে কাজ করে। ফলস্বরূপ নীতিগুলি সমগ্র সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে কৃষক এবং শ্রমিকদের ক্ষতি করছে।

'এই অত্যাচারের ফলে অর্থনৈতিকভাবে ধাক্কা কেবল মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটছে এমন নয়,' লেখক, সাংবাদিক, কৃষি অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ পি. সাইনাথ বলেন, 'এই ধাক্কা এসে লাগছে আদিবাসী এমন কি হিন্দুদের বড় অংশেও।' বহু হিন্দু গবাদি পশুর মালিক অনুৎপাদক গবাদি পশু পালন করতে অনিচ্ছুক, তারা গবাদি পশুকে কসাইখানায় বিক্রি করতেন। তিনি বলেন এই আইনের ফলে এই পশুদের খাওয়ানো এবং যত্ন নেওয়া চালিয়ে যেতে হয় বাধ্য হয়ে। অনেকেই রাস্তায় পশুদের ছেড়ে চলে যান। ফলে কৃষকদের সমস্যা তৈরি হয়েছে। গবাদি পশু তাদের ফসল নষ্ট করছে।

লেখক এবং কৃষি বিশেষজ্ঞ এম. এল. পরিহার বলেছেন, 'যারা গরু নিয়ে এই আবেগ ব্যবহার করছেন তারা বুঝতে পারছেন না যে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের কতটা ক্ষতি করছেন এবং দেশের কতটা ক্ষতি করছেন।'

নজরদারির হিংসা মোকাবেলায় ব্যবস্থা

২০১৮-র জুলাইতে, সুপ্রিম কোর্ট তেহসিন এস. পুনাওয়ালা অন্যরা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড অন্যরা মামলায় কেন্দ্রীয়, রাজ্য সরকারগুলোকে জনসমক্ষে বিবৃতি দিয়ে এই বার্তা ছড়াতে নির্দেশ দেয় **'যেকোনো ধরণের লিঞ্চিং এবং গণজনতার হিংসা গুরুতর পরিণতি ডেকে আনবে।' জবাবে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বলেন সরকার দেশে গণজনতার হিংসা বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্যানেল গঠন করেছে, 'প্রয়োজনে আইনও আনব।'**

আদালত প্রত্যেকটা রাজ্য সরকারকে গণজনতার হিংসা রোধ করতে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে পুলিশের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে, ভুক্তভোগী আর সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিটি জেলায় একজন প্রবীণ পুলিশ অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রকল্পের সুপারিশ করে বলেছে এই জাতীয় মামলা ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্টে বিচার করা হোক, যাতে ভুক্তভোগী, পরিবারের সদস্যদের অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দায়ের করা জামিন, খালাস, মুক্তি, প্যারোল আবেদন সহ যেকোনো আদালতের কার্যক্রমের সময়মত নোটিশ দেওয়া যায়। আর এই নির্দেশ মেনে চলতে ব্যর্থ পুলিশ, সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

এখনও পর্যন্ত, বেশ কয়েকটি রাজ্য গণজনতার হিংসা মোকাবেলায় পুলিশ কর্তা নিযুক্ত হয়েছে, সার্কুলার জারি হয়েছে। তবে, আদালতের বহু নির্দেশ মানা হয়নি। বেশিরভাগ রাজ্য, সম্মতি প্রতিবেদন দাখিল করেনি, এবং যেসব দায়ের করা হয়েছে সে সব দায়সারা। জিন্দাল গ্লোবাল ল স্কুলের সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট ল-এর নির্বাহী পরিচালক মহসিন আলম ভাট বলেন, 'সর্বোচ্চভাবে, এই প্রতিবেদন কেবল আদালতের নির্দেশিত আনুষ্ঠানিক বাস্তবায়নের ইঙ্গিত দেয়।'

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের গো-রক্ষকদের সাম্প্রদায়িক আক্রমণ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষা বা দায়ীদের বিচারের পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থতা জীবনের অধিকার, বৈষম্যহীনতা, আইনের সমান সুরক্ষা এবং জীবিকা নির্বাহের অধিকার লঙ্ঘন করে। ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবহার করে সরকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈষম্য বৃদ্ধি সমর্থন বা সহযোগিতা করা উচিত নয়।

কৃষি, বাণিজ্য এবং জীবিকার উপর প্রভাব

গো-রক্ষা আন্দোলন কৃষক এবং গো-পালকদের ক্ষতি করছে এবং তাদের জীবিকার ওপর আঘাত হানছে। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৫৫ শতাংশ কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে যুক্ত, যা দেশের মোট মূল্য সংযোজনের ১৭ শতাংশ অবদান রাখে। কৃষকরা পশু পালন, পশু রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসা করে এবং দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করে তাদের আয় নিশ্চিত করে। ভারতে প্রায় ১৯ কোটি গবাদি পশু এবং ১০ কোটি ৮০ লক্ষ মহিষ আছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদক দেশ।

কৃষির ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিকীকরণের সাথে সাথে ষাঁড় এবং বলদের মতো ভারী গরুর চাহিদা হ্রাস পেয়েছে এবং এঁড়ে বাছুর গৃহস্থ বিক্রি করে। উৎপাদনের সঙ্গে জুড়ে না থাকা বয়স্ক গবাদি পশু বিক্রি করে। কৃষকের পক্ষে অনুৎপাদক পশু পালন অসম্ভব ব্যয়বহুল। অতীতে 'হিন্দু' কৃষকের 'মুসলিম' কসাইয়ের বিবাদ হয় নি।

গো-হত্যা, গবাদি পশু পরিবহন এবং গো-রক্ষকদের হিংসা আর গো-রক্ষায় কঠোর আইন কেবল গবাদি পশুর ব্যবসা, গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিকেই ব্যাহত করেছে না, কৃষি ও দুগ্ধ খাতের সাথে চামড়া আর মাংস রপ্তানি শিল্পকেও ব্যাহত করেছে। ঝাড়খণ্ডের অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞান গবেষক হরিশবর দয়াল বলেছেন 'গরু পরিবহন কঠিন হয়ে পড়েছে, বেশিরভাগ মুসলিমরা এই কাজে জড়িয়ে থাকেন।'

রাজস্থানের আলওয়ারের পরিবহন সংস্থার মালিক শাহাবুদ্দিন, পেহলু খানের হত্যার পর, পুলিশ গবাদি পশু-যানের চালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা নিয়ে বলেন, পেহলু খানের কাছে কিন্তু কেনা গরুর রসিদ ছিল। তিনি বলেন গরু পরিবহন আর নিরাপদ নয়, 'আমার বেশিরভাগ চালক মুসলিম, গাড়িতে গরু থাকলে

তারা আর রাস্তায় বেরোতে চায় না। শুধু গরু নয়, এমনকি মহিষ নিয়েও নয়। খুবই বড় ঝুঁকি। গো-রক্ষক গোষ্ঠী বাহনের ক্ষতি করে, আগুন ধরায়, মারধর করে, চালকদের হত্যা করে। কোনও চালক আর এই কাজ করতে চায় না।'

সংখ্যালঘুদের ওপর প্রভাব

গো-রক্ষার নামে গো-ব্যবসায়ীদের ওপর আক্রমণের ফলে দলিত এবং মুসলিমরা বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কসাইখানা, মাংসের দোকান অধিকাংশই মুসলমান সমাজ চালান, দলিতরা সেই কোন কাল থেকে গরুর মৃতদেহ ফেলা এবং চামড়ার ব্যবসা করেন। তবে, এই গোটা ঘটনায় সার্বিকভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে আঘাত করছে বলেই সার্বিকভাবে হিন্দু, মুসলিম, দলিত, আদিবাসী, যাযাবর সব সমাজকে প্রভাবিত করেছে। পি সাইনাথ বলেন শুধু মুসলমানই নয় হিন্দুরা, এমনকি উচ্চবর্ণও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গরুর মালিকেরা গরুর দাম কম থাকায় বা জনতার পিটুনির ভয়ে গরু বিক্রি করতে পারেন না। অধিকাংশ মানুষ রাস্তায় গরু ছেড়ে আসেন। এই সমস্যা শুধু কৃষক বা রাখালদের ক্ষেত্রে নয়, এমন কী ব্যবসায়ী, গরুর সাথে জুড়ে থাকা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাইনাথ বলেন গরু বাজারে, মধ্যস্থরা অন্য বর্ণের মানুষ। চামড়ার ঘণ্টা, জুতা, ট্রিঙ্কেট কারিগরিতে অন্য বর্ণের কারিগর-শ্রমিক জুড়ে থাকেন; এরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন।

কৃষকরা সাধারণত কাজে না লাগা গবাদি পশু বিক্রি করত। কিন্তু এই তাণ্ডবের ফলে আতঙ্কিত হয়ে খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকলেও যত্ন নিতে বাধ্য হয়। বেশিরভাগ গৃহস্থই তাদের রাস্তায় ছেড়ে দেওয়ায় বিপথগামী গবাদি পশু কৃষকে ফসল নষ্ট করছে। হিন্দু কৃষকরাও কখনও জবাইয়ের বিরোধিতা করেন না কারণ তারা জানেন অকাজের পশু গ্রামে থাকলে ফসলের ক্ষতি করবে। পশুর প্রতি গৃহস্থের মানসিক আকর্ষণ থাকতেই পারে, কিন্তু যেহেতু তিনি পশুকে খাওয়াতে, পালতে পারছেন না, তখন তার পালিত পশু জবাইয়ের জন্য যাচ্ছে জেনেও পশু বিক্রি করেন।

এই হিংসক আক্রমণ যাযাবর পশু পালকদের জীবিকা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। ২০১৭-র এপ্রিলে, জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের জম্মুতে গণজনতা ৯ বছরের এক মেয়ে সহ এক মুসলিম যাযাবর গরু পালক পরিবারের পাঁচ সদস্যকে নির্মম আক্রমণ করে। তাদের সন্দেহ এই গরু জবাইয়ের জন্য যাচ্ছে।

রাজস্থানে বানজারা যাযাবর সম্প্রদায়ের উপর বেশ কয়েকটি আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। বানজারা নেতারা বলছেন যে সরকারি বাজারে গরু বিক্রির সময়ও তাদের উপর আক্রমণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, 'গো-রক্ষা গোষ্ঠী বারবার হয়রানি করছে, আক্রমণ চালাচ্ছে এবং তাদের থেকে অর্থ আদায় করছে।'

এই হিংসায় সরকারি পশু মেলা/হাটে পশু বিক্রির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। রাজস্থান সরকার বছরে ১০টি গরু মেলা আয়োজন করে। ২০১০-১১-য়, ৫৬,০০০-এরও বেশি গরু এবং ষাঁড় মেলায় এসেছিল এবং এর মধ্যে ৩১,০০০-এরও বেশি বিক্রি হয়। ২০১৬-১৭-য় সংখ্যা ১১,০০০-এরও কম হয়, বিক্রি হয়েছিল ৩,০০০-এরও কম।

ঝাড়খণ্ডে গরু বাজারে যাওয়ার পথে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া ১২ বছর বয়সী ছেলের বাবা আজাদ খান বলেছেন যে তার ছেলেকে হত্যা করার পর তিনি গরু ব্যবসা ছেড়ে ক্ষেতমজুর হয়েছেন, 'আমি এই হিংসা চাপানো ব্যবসায় থাকতে ভয় পাচ্ছি; অন্যের ক্ষেতে মজুর খাটি।'

অবৈধ গরুর ব্যবসা

গো-রক্ষকরা তাদের কর্মকাণ্ড ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ গরুর ব্যবসা এবং গবাদি পশুর ক্রমবর্ধমান চোরাচালানের দিকে ইঙ্গিত করে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে 'যেকোনো মূল্যে গরু পাচার বন্ধ করতে' নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০১৬-য় তিনি দাবি করেছিলেন যে সীমান্তে গরু পাচার ৮০ শতাংশেরও বেশি কমেছে, তবুও সতর্কতা জরুরি।

মাংস শিল্পে অনিশ্চয়তা

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম মাংস রপ্তানিকারক দেশ, বছরে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের মহিষের মাংস রপ্তানি করে। তবে, ২০১৪ বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর, রপ্তানি কমেছে এবং দেশের সব থেকে বেশি মাংস উৎপাদক রাজ্য উত্তর প্রদেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের পদক্ষেপ এই ব্যবসার ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিয়েছে। ভারতে জবাইয়ের জন্য গবাদি পশু কমে যাওয়ার কারণে গবাদি পশুর চামড়া রপ্তানি কমছে।

Year	No. of cattle smuggling cases	No. of cattle seized by Border Security Force (BSF)	No. of persons arrested	No. of First Information Reports (FIRs) registered by BSF for cattle smuggling	No. of charge-sheets filed	No. of cases finalized/ convicted
2015	17,537	153,602	605	705	429	60
2016	20,903	168,801	670	652	327	48
2017	17,919	119,299	514	437	0	0
2018 (Jan – June)	4,938	21,617	99	84	0	0

চামড়া রপ্তানিতে পতন

গো-রক্ষকদের নামিয়ে আনা তাণ্ডবের আতঙ্কে এবং শত শত কসাইখানা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে গবাদি পশুর চামড়া কম বাজারে আসছে। চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি ২০১৩-১৪-য় ১৮ শতাংশেরও বেশি এবং ২০১৪-১৫-য় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও, ২০১৫-১৬-য় প্রায় ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০১৭-১৮-য় ১.৪ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

Year	Export of Buffalo Beef (in US $billion)	Percentage growth (%)
2010-11	1.88	--
2011-12	2.86	52.12
2012-13	3.20	11.88
2013-14	4.35	35.93
2014-15	4.78	9.88
2015-16	4.07	-0.01
2016-17	3.91	-3.93
2017-18	4.03	3.06

গরু পালনের খরচ বাড়া

কৃষক-গৃহস্থেরা অর্থাভাবে, কাজে লাগাতে না পেরে গবাদি পশু রাস্তায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে বলেই, রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো গবাদি পশুর সংখ্যা বিপুল বেড়ে চলেছে। এর ধাক্কা এসে লাগছে ফসল চাষে। ঘুরে বেড়ানো পশু চাষের জমিতে ঢুকে এসে জমির চাষ নষ্ট করছে। ক্ষতির মুখে পড়া কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে। বেশ কয়েকটা বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার গোশালা তৈরি, গোশালা চালানোর তহবিল বাড়িয়েছে, এমনকি এগুলো চালানোর ফান্ড নতুন কর যোগ করেছে, অথবা কারাগারে আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে বন্দীদের স্বাস্থ্যের সাথে আপস করেছে। আমরা জানি গোশালাগুলি চালানোর উদ্দেশ্য গরু বাঁচানোর থেকে অনেক বেশি সরকারি অর্থ হাতানো। বহু জায়গায় গোশালা ধুঁকছে।

উত্তরপ্রদেশে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী ২০১৮-য় ডিসেম্বরে ঘুরেবেড়ানো গবাদি পশু আটকে সরকারি বিদ্যালয়, দপ্তরে নিয়ে যেতে শুরু করে। মুখ্যমন্ত্রী জেলা কর্তৃপক্ষকে সমস্ত ঘুরেবেড়ানো গরু এবং ষাঁড় আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছনোর জন্য এক সপ্তাহের সময়সীমা দেন। কিন্তু বেশিরভাগ গোশালা, এমনকি অস্থায়ী গোশালাও ইতিমধ্যেই

উপচে পড়ছে। এর আগে, সরকার ১২ কারাগারে গোশালা স্থাপনের জন্য ২ কোটি টাকা এবং গোশালা খোলার জন্য ৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে।

২০১৬-য়, হরিয়ানা সরকার গরুর সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য গো সেবা আয়োগকে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। ২০১৮-য়, বাজেট বেড়ে ৩০ কোটি টাকা হয়। ৩৮০,০০০ অনুৎপাদক গরু, ষাঁড় এবং বলদের ৫১৩টি গোশালা রয়েছে। তবে রাজ্যে এখনও প্রায় ১৫০,০০০ ঘুরেবেড়ানো গবাদি পশু রয়েছে এবং এই সংখ্যাটা আনুমানিক, আরও অনেক বেশি হওয়ারই সম্ভাবনা। তখন থেকেই সরকার কারাগারে গোশালা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন বিশ্লেষকরা। তাদের বক্তব্য বন্দীদের ঠাসাঠাসি ভিড় এবং সঠিক স্যানিটেশনের অভাবে ইতিমধ্যেই বন্দীদের অধিকাংশই অসুস্থ। এবার গোশালা চালু করার মাধ্যমে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।

রাজস্থানে গরু মন্ত্রণালয় রয়েছে। ২০১৬-য় সরকার পরিচালিত গোশালায় ৫৫০,০০০ গরু আর ষাঁড় ছিল। ২০১৮ সালে এই সংখ্যা বেড়ে ৯০০,০০০ হয়। এই মন্ত্রণালয়ের সরকারি বাজেট দ্রুত বেড়েছে - ২০১৫-১৬-য় ১৩০ মিলিয়ন টাকা থেকে ২০১৭-১৮ সালে ২.৫৬ বিলিয়ন টাকা হয়েছে। অনুৎপাদক গরু ও ষাঁড়ের যত্ন নেওয়ার জন্য তহবিল তৈরি করতে সরকার সম্পত্তি লেনদেনে স্ট্যাম্প শুল্কে ১০ শতাংশ সারচার্জ এবং মদ বিক্রির উপর ২০ শতাংশ সারচার্জ আরোপ করেছে।

মধ্যপ্রদেশ সরকার ২০১৭-র সেপ্টেম্বরে প্রথম গো-অভয়ারণ্য খুলেছিল, যার খরচ ছিল ৩২০ মিলিয়ন টাকা। উদ্বোধনের দিন, কাছাকাছি গ্রামের কৃষকরা ২,০০০ গরু নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। পাঁচ মাস পরে, কাজের মানুষ এবং তহবিলের অভাবে অভয়ারণ্য প্রকল্প গরু গ্রহণ বন্ধ করে।

ঝাড়খণ্ড ২০১৬-য় গোশালা-য় আর্থিক সহায়তা দ্বিগুণ করে ১০০ মিলিয়ন টাকা করেছে। ২০১৭-য়, মহারাষ্ট্র সরকার বলেছিল যে তারা গোশালা তৈরিতে ৩৪০ মিলিয়ন টাকা খরচ করবে। পাঞ্জাবে, রাজ্য বিদ্যুৎ সংস্থা ২০১৭-র মে মাসে গোশালাগুলি বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে। ক্ষুব্ধ বিজেপি নেতারা রাজ্যের গো সেবা কমিশনের প্রধানকে প্রশ্ন পাঠায়।

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি, যাপনের ভিত্তি। যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর, সেই জ্ঞান আমাদের আরাধ্য; আমরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনই জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজেই তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর-হকার-চাষীর এ এক অনন্ত সামাজিক শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিত নয় এবং কী করা উচিত সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদিক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়; বর্তমান শাসকের সংখ্যালঘুর দানের সম্পত্তিতে হাত বাড়াবার আইনের বিরুদ্ধাচারণ এবং মুর্শিদাবাদ হিংসা সমীক্ষা, করেছি লুঠেরা ক্যাপিট্যালোসিন যুগে স্বেচ্ছাব্রতী সংগঠন অক্সফ্যামের বিশ্ব-অসাম্য সমীক্ষার তথ্যাবলী নিয়ে জ্ঞানগঞ্জের টীকা; আলোচনা করেছি উপনিবেশপূর্ব সময়ের অসামান্য ব্যতিক্রমী বাংলা সাহিত্যচর্চা এবং নারী সুফি জীবন; ফিলিস্তিনে ইজরায়েলের দখলদারিত্বে গণহত্যাজাত কর্পোরেটের বিপুল লাভ প্রকল্পের মুখোশ খোলা, চলতি পুথি দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব নিয়ে তথ্যানুসন্ধানী সমীক্ষা

১। টডের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। *আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে*
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয় - মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। 'দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে' উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। প্রাক-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - 'কি করিতে হইবে (না)' অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার
২০। গঙ্গার ভাঙন গঙ্গার চর
২১। নাস্তিকের কুম্ভ জিজ্ঞাসা
২২। রংপুর ধিং - জাগো বাহে কোনঠে সবায়
২৩। ছাত্রশাসনতন্ত্র
২৪। ভদ্রবিত্তের আওরঙ্গজেবফোবিয়া ও মারাঠি হিন্দুরাষ্ট্রদর্শনের খোঁজে
২৫। ওয়াকফ আন্দোলন থেকে মুর্শিদাবাদ হিংসা: ফ্যাসিবাদী ইসলামোফোবিয়ার দুষ্টচক্র
২৬। কর্পোরেট আর বড়লোকের ঘাড়ে ট্যাক্স চাপাও
২৭। নারীর সুরতনামা কয়েকটি ছিন্নপত্র
২৮। দখলদারিত্বের অর্থনীতি থেকে গণহত্যার অর্থনীতি পর্যন্ত
২৯। দুর্গাপুরে গরু ব্যবসায়ীদের উপর বিজেপি যুব মোর্চার তাণ্ডব